ইমাম আবু বকর আল হুমাইদী [মৃ. ২১৯ হি.]

# উসুলুস সুন্নাহ

## ইমাম আল হুমাইদী

⬛ইমাম হুমাইদীর জীবনী:

পূর্ণনাম: আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইবনু ঈসা, আবু বকর আল হুমাইদী

মৃত্যু : ২১৯ হিজরি

শিক্ষকবৃন্দ:
~ইমাম আশ শাফি'ঈ
~ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ
~ইমাম ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব
~ইমাম ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম
~ইমাম ওয়াকী' প্রমুখ!

তার শিক্ষার্থী:
~ইমাম আল বুখারী
~ইমাম আবু হাতিম
~ইমাম আবু জুর'আহ প্রমুখ!

মাযহাব: শাফি'ঈ

কিতাবাদী:
~আল মুসনাদ
~আদ দালাইল
~আর রাদ্দ আলা নু'মান ইত্যাদি।

⬛আহলুল ইল্মের বক্তব্য:

~ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন,"আমি বলি - আল হুমাইদী পাণ্ডিত্যের একজন নেতা।"

~ইমাম হাকিম বলেন,"আল বুখারী আল হুমাইদী থেকে কোনো আছার পেতো, তাহলে সে অন্যের নিকট কোনো বর্ণনার জন্য যেতো না।"

~ইমাম আবু হাতিম বলেন,"তিনি সিকাহ[নির্ভরযোগ্য] এবং একজন ইমাম।"

বিশর ইবনু মুসা আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, আল হুমাইদি তাদেরকে বর্ণনা করেন:

⬛ক্বদরের প্রতি ঈমান:
আমাদের মতে সুন্নাহ হলো ক্বদরের প্রতি, এর ভালো মন্দের প্রতি,এর মিষ্টতা এবং তিক্ততার প্রতি ঈমান। এবং জেনে রাখা যে, যা কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করবে তা কখনো ভ্রষ্ট হবেনা, এবং যা ভ্রষ্ট হয় তা কখনোই আঘাত করবেনা।এবং এ সব ই সর্বশক্তিমান এবং মহামহিম আল্লাহর হুকুমে।

⬛ঈমান হলো কথা এবং কর্ম[আমল] যা বাড়ে এবং কমে:
[আমাদের মতে সুন্নাহ হলো]ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো কথা এবং আমল এবং যা বাড়ে এবং কমে।আমল ব্যতীত কথার কোনো উপকার নেই। নিয়্যাত ব্যতীত আমল এবং কথার কোনো লাভ নেই। সুন্নাহ ব্যতীত কথা, আমল এবং নিয়্যাতের কোনো লাভ নেই।

⬛সাহাবিদের গুণ:
[আমাদের মতে সুন্নাহ হলো] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে:হে আমাদের রব্ব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন।"[কুরআন ৫৯:১০]
তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারেনা। যে তাদেরকে অভিশাপ দেয় এবং তাদের মানহানি করে সে সুন্নাহর উপর নেই এবং তার ফাইয়ের কোনো অধিকার নেই। একাধিক ব্যক্তি আমাদেরকে জানিয়েছে যে, মালিক ইবনু আনাস বলেন,"আল্লাহ ফাইয়ের ভাগ করে বলেন:"[এই সম্পদ] নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও

[ধন-সম্পত্তি] থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল।" এবং তিনি বলেন:"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে:হে আমাদের রব্ব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন।"[কুরআন ৫৯:৮-১০]
সুতরাং যারা তাদের সম্পর্কে একথা[ক্ষমা প্রার্থনা] না বলে তারা - যারা ফাইয়ের অংশ পাবে এদের অন্তর্ভুক্ত।"

⬛কুরআন আল্লাহর কালাম এবং গাইরে মাখলুক:
কুরআন আল্লাহর বাণী। আমি সুফইয়ান[ইবনু উয়াইনাহ] কে বলতে শুনেছি,"কুরআন আল্লাহর কালাম।যে বলে কুরআন মাখলুক সে একজন বিদ'আতী।আমি কাউকে এমন[কুরআন মাখলুক] বলতে শুনিনি।

⬛ঈমান সম্পর্কে সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহর বক্তব্য:
আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি,"ঈমান হলো কথা এবং আমল এবং এটা বাড়ে ও কমে।"
তার ভাই ইবরাহীম ইবনু উয়াইনাহ বলেন,"বলো না যে তা কমে।"
সে[সুফইয়ান] রাগান্বিত হয়ে বললো,"চুপ করো ছোট বালক।নিশ্চয়ই এটা হ্রাস পায় যতক্ষণ না এটার কিছুই বাকি থাকছে না।"

⬛মৃত্যুর পরে আল্লাহকে দেখা:
[আমাদের নিকটে সুন্নাহ হলো] [মৃত্যুর পর মুমিন কতৃক] আল্লাহর দর্শনকে স্বীকার করা।

⬛আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তকরণ:
কুরআন এবং সুন্নাহতে যা উল্লেখিত আছে,যেমন: আল্লাহ বলেন,"এবং ইহুদিরা বলে:আল্লাহর হাত বাধা।"[কুরআন ৫:৬৪] এবং [আল্লাহর বাণী],"এবং আসমানসমূহ তার ডান হাতে ভাজ করা থাকবে।" এবং

কুরআন এবং হাদিসের অনুরূপ বক্তব্য - আমরা তাতে অতিরিক্ত কিছু যোগ করিনা এবং ব্যখ্যা করিনা। আমরা বলি[যেমন আল্লাহ বলেন],"আর রহমান আরশের উর্ধ্বে সমুন্নত হয়েছেন।"[কুরআন ২০:৫] যে এটা ব্যতীত অন্যকিছু বলবে সে একজন মু'আতাল, জাহমি।

⬛খাওয়ারিজ এবং আহলুস সুন্নাহর পার্থক্য:
এবং আমরা খাওয়ারিজদের দাবীর মতো বলিনা, যে কবীরা গুণাহ করলো,সে কুফর করলো। আমরা কোনো পাপের কারণে কাউকে কাফির ঘোষণা করিনা। বরং কুফর হলো পাঁচটি [স্তম্ভ] প্রত্যাখ্যান করা যেটার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"ইসলাম ৫টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, রমাদানে সাওম পালন করা, [আল্লাহর] ঘরে হজ্ব পালন করা।"

⬛ইসলামের স্তম্ভ পরিত্যাগের বিষয়:
তাদের তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এগুলো পরিত্যাগ করে তার সাথে তর্ক করো না যে শাহাদাহর সাক্ষ্য দেয়না, সালাত এবং সিয়াম পালন করেনা। সুতরাং যে এগুলোর[তিনটির] কোনোটিই করে না কিংবা এগুলো উপযুক্ত সময়ে করেনা, যে ইচ্ছাকৃভাবে এগুলো নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনা করে না তার জন্য এগুলো পুনরায় করা[কাজা] যথেষ্ট নয়। যাকাতের ক্ষেত্রে: যখন তা প্রদান করবে তখন তা যথেষ্ট হবে কিন্তু তা প্রদান থেকে বিরত থাকাকালীন পাপ হবে। যার উপর হজ্ব ফরজ এবং যে হজ্ব সম্পাদনের উপায় খুজে পায় তবুও তার জন্য চলমান বছরে হজ্ব পালন করা ফরজ নয় যতক্ষন না সে তা পালন করে। যখন সে তা পালন করে, সে তার ফরজ পূর্ণ করে এবং এটার জন্য সে দেরিতে যাকাত দেয়ার কারণে গুণাহগার হবার ন্যায় গুণাহগার হবেনা কারণ যাকাত দরিদ্র মুসলিমদের অধিকার। যে তার ফরজ সম্পাদন করলো সে তো করলোই,

কিন্তু যে তা সম্পাদন করতে পারেনি যদিও তার সামর্থ্য ছিলো তাকে তার দুনিয়ায় জীবনে হজ্ব পালনের জন্য ফিরে আসতে বলা হবে। এবং তার পক্ষ থেকে হজ্ব করা তার পরিবারের জন্য ওয়াজিব। আমরা আশা করি এটি তার ওয়াজিবকে পূর্ণ করবে যেমনভাবে তার ঋণ থাকলে তার পরিবার তার জন্য তা পরিশোধ করে।

সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার এবং সাহাবীদের উপর।